গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য ভবন,১৬ আব্দুল গনি রোড,ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪০(ক)

তারিখ: ৩১ জানুয়ারী ২০২১

২৫/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখ : ২৫/০১/২০২১খ্রি:, সোমবার।
সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।
স্থান : Zoom অ্যাপসের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং-এ ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি এবং সদস্যরা সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ দপ্তর থেকে ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন ।

উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট- ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করার জন্য সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট-কে আহবান জানান। জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	চালকলের উৎপাদন ও মজুত প্রতিবেদন সহজিকরণ - জনাব মোহাম্মদ বাবুল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা	জনাব মোহাম্মদ বাবুল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা এর অনুপস্থিতিতে জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বি-বাড়ীয়া প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটিতে চালকল মালিক রিপোর্ট/রিটার্ন সংক্রান্ত যে ৬ (ছয়) টি ছক জমা দেন এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মজুদ ও ক্রয়- বিক্রয়ের যে প্রতিবেদন জমা করেন সে সকল প্রতিবেদন সহজিকরনের একটি অ্যাপ প্রস্তুতের প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বি-বাড়ীয়া ও খুলনা যৌথভাবে আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য আলোচনা হয়।	আগামী সভায় বিস্তারিত প্রস্তাব উপস্থাপনের করতে হবে।	জনাব মোহাম্মদ বাবুল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা ও জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বি-বাড়ীয়া।
২।	বিতরণখাতে স্টেনসিলকরণ আধুনিকায়ন - জনাব মাহমুদুল হাছান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বান্দরবান।	বর্তমান যে পদ্ধতিতে বিতরণকৃত সিল প্রদান করা হয় তা ইনজেক্ট মেশিনের মাধ্যমে আরো উন্নত ও অটোমেটিক করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে পূর্বের ইনোভেশন কার্যক্রমের সুবিধা অসুবিধা কি তার প্রসেস ম্যাপ, খালি ও ভরা বস্তায় কিভাবে ইনজেক্ট মেশিনের মাধ্যমে সিল প্রদান করা হবে। খালি ও চাল ভরা বস্তায় কিভাবে একজন স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত	পূর্বের ইনোভেশন কার্যক্রমের সুবিধা অসুবিধা, প্রস্তাবিত ও বর্তমান প্রসেস ম্যাপ, পূর্বের তুলনায় কিভাবে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য কিনা, সময়	জনাব মাহমুদুল হাছান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,বান্দরবান।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		শ্রমিক মেশিনের মাধ্যমে কাজটি করবে? একটি বস্তা দু'বার তিন বার হ্যান্ডলিং করতে হবে। পূর্বের তুলনায় কিভাবে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হবে, সময় ও অর্থ কম ব্যয় হবে তার কোন বিস্তারিত ও তুলনামূলক তথ্য নেই। উপোরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে ইনোভেশন ছকে প্রস্তাব জমা দিতে হবে এবং পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করতে হবে।	ও অর্থ কম ব্যয় হবে তার বিস্তারিত ও তুলনামূলক তথ্যসহ ইনোভেশন ছকে প্রস্তাব জমা দিতে হবে এবং পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করতে হবে।	
৩।	ওএমএস খাতে ময়দাকলের অনুকূলে গম বরাদ্দের প্রক্রিয়ার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিক্রয়ে স্বচ্ছতা আনয়ন – জনাব তহিদুর রহমান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, হিজলা,বরিশাল।	বরিশাল জেলায় প্রচলিত ওএমএস খাতে গম বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় ১০-১৩ দিন সময় ব্যয় হয় ফলে ওএমএস খাতে বিতরণ ৫-৭ দিন বন্ধ থাকছে। বর্তমানে চালুকৃত চালের মতো গম বরাদ্দের প্রক্রিয়া জেখানি থেকে করার প্রস্তাব করা হয়। এতে কোন অর্থ ব্যয় হবে না কর্মঘন্টা সাশ্রয় হবে এবং সময়মতো বিতরন সম্ভব হবে। অথাৎ এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবটি আরো পর্যালোচনার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পাইলটিং করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	প্রস্তাবিত সহজিকরনের সুবিধা-অসুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	জনাব তহিদুর রহমান,উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, হিজলা,বরিশাল।
৪।	আনসার নিয়োগ ও বেতন ভাতাদি পরিশোধ - জনাব মোঃ আব্দুর রহমান,সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যশোর ।	আনসার নিয়োগ ও বেতন ভাতাদি পরিশোধের বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সমস্যা সমূহ আলোচনা হয়। সিএসডি ম্যানেজারের সীমিত ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়। সিএসডি ম্যানেজার কে আনসার কর্মকর্তার উপর নির্ভর করতে হয়। আনসার নিয়োগ প্রক্রিয়া, আনসারদের ডাটাবেজ, বেতন-ভাতা ব্যাংক হিসেবে জমাকরণ, ডিজিটাইজেশন করা, স্থাপনা অনুযায়ী আনসার সংখ্যা, প্রতিদিনের হাজিরা, কোন কোন মাসে বেতন-ভাতা পেল, কতজন অস্ত্রধারী আনসার কতজন অস্ত্রবিহীন আনসার অন অনডিউটিতে আছে এবং আনসারদের ওয়েলফেয়ার বিষয়ে ডিজিটাইজেশন প্রস্তাব করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় আনসার আছে কিনা, কম-বেশী আছে কিনা প্রস্তাবিত সিস্টেমে তা থাকতে হবে। সব মিলিয়ে একটি গাইডলাইন প্রস্তাব করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পাইলটিং করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজেশনের বিস্তারিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা ও জনাব মোঃ আব্দুর রহমান,সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যশোর ।
৫।	শ্রমবহুল (চা বাগান) খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ সহজিকরণ - জনাব মোঃ খবির উদ্দিন , উপজেলা	শ্রমবহুল (চা বাগান) খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের প্রচলিত প্রক্রিয়ায় চা সংসদ হতে প্রত্যেক বাগানের যে চাহিদা পাঠানো হয় সেখানে শুধু শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। তার আলোকে বিতরণ করা হয়। শ্রমিকদের বিস্তারিত তালিকা সরবরাহ করা হয় না। এর ফলে চা বাগান শ্রমিকরা সঠিকভাবে খাদ্যশস্য	বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা, বিদ্যমান পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ, তদারকি জোরদার করণ প্রভৃতিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করে	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট ও

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।	পাচ্ছে কিনা তা জানা যায় না। প্রচলিত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনার জন্য ডিজিটাল শ্রমিক তালিকা করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়। বিদ্যমান পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ফ্লোচার্ট করা প্রয়োজন এবং তদারকি কিভাবে জোরদার করা তা এবং আলোচনা করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করে জমা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটকে মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এবং পাইলটিং করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।	পাঠাতে হবে এবং পাইলটিং গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব করবেন।	জনাব মোঃ খবির উদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩১/১/২০২১

(আব্দুল্লাহ আল মামুন)
পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন- ০২-৯৫৮৬২১৩
ই-মেইল-dadm@dgfood.gov.bd

৩১.০১.২১

তারিখ: ৩১ জানুয়ারী ২০২১

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪০ (ক)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২) অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) পরিচালক, সংগ্রহ/ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৪) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/রংপুর/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর
৬) ইনোভেশন টিমের সকল সদস্য
৭) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নওগাঁ/ বগুড়া/ দিনাজপুর/ খুলনা/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ শেরপুর/ বান্দরবান/ যশোর
৮) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হিজলা,বরিশাল/ বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।

(আব্দুল্লাহ আল মামুন)
পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।